ফ্রেডারিক উইলিয়াম অগস্টা ফ্রয়েবেল (১৭৮৩—১৮৫২)
(Friedrich William August Froebel, 1783—1852)

ফ্রয়েবেলের চিন্তাধারা আধুনিক শিক্ষাক্ষেত্রকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে। তিনি ছিলেন পেস্তালাৎসির (Pestalozzi) প্রিয় ছাত্র। পেস্তালাৎসির দ্বারা তিনি বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। রুশো ও পেস্তালাৎসির ন্যায় তাঁর সমস্ত শিক্ষাচিন্তা ও প্রচেষ্টা শিশুকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। তিনি বলেছিলেন, "Come let us live for the children." ফ্রয়েবেল তাঁর 'কিন্ডারগার্টেন'-এর মধ্য দিয়ে আধুনিক শিক্ষাজগতে অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁর শিক্ষাচিন্তার মধ্যে দার্শনিক অধ্যাত্মবাদ, বৈজ্ঞানিক অভিব্যক্তিবাদ এবং মনোবৈজ্ঞানিক কর্মবাদ—একাকার হয়ে গেছে।

জীবনদর্শন (Philosophy of Life) ঃ

তিনি ছিলেন সম্পূর্ণভাবে ভাববাদী। তিনি একদিকে যেমন কান্ট, হেগেল প্রমুখ ভাববাদী দার্শনিকদের চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত, আবার অন্যদিকে ল্যামার্ক প্রমুখ বৈজ্ঞানিকদের অভিব্যক্তিবাদ দ্বারাও প্রভাবিত। তিনি তাঁর জীবনদর্শনে এই দুই বিপরীত চিন্তাধারার অপূর্ব সমন্বয়সাধন করেছেন। তাঁর জীবনদর্শনে প্রাচীন ভারতীয় উপনিষদের প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়। তিনি বিশ্বাস করতেন জগতের সমগ্র জীবন ও প্রকৃতি সত্তার মধ্যে একটি শক্তি বিরাজ করছে। এই শক্তি হল ঈশ্বর। ঈশ্বর মানুষের জীবনের সমস্ত ঘটনাকে এক নিয়মের মধ্যে বেঁধে রেখেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন মানবজীবন ও সমস্ত বিশ্বজগতের মূলে আছে এক একক অধ্যাত্মশক্তি। এই একক অধ্যাত্মশক্তির প্রতি চিন্তায় এবং স্বচ্ছ মানসিক দৃষ্টি দ্বারা অন্তরের সঙ্গে বাইরের সংযোগ স্থাপন করতে পারলে এবং আন্তরিক উপলব্ধির আলোকে বহির্জগতের পরিণতিকে বিচার করতে পারলে, এই ঐক্যকে উপলব্ধি করা সম্ভব হবে। তিনি মনে করতেন বিশ্বাস এবং অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা সর্বব্যাপী একক অধ্যাত্মশক্তিকে উপলব্ধি করা যায়। স্বচ্ছ দৃষ্টিসম্পন্ন বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই শাশ্বত ঐক্যকে উপলব্ধি করতে ভুল করেন না।

তিনি বিশ্বাস করতেন ঈশ্বর থেকে সব কিছুর সৃষ্টি এবং ঈশ্বর সর্ব বস্তুতে বিরাজমান। তাঁর মতে, মানুষের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হল এই আধ্যাত্মিক ঐক্যকে এবং সর্বব্যাপী সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা। প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগের মধ্য দিয়ে তাঁর এই জীবনদর্শন গড়ে উঠেছিল। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এই ঐক্যকে আত্মসচেতনতার দ্বারা উপলব্ধি করতে হবে। ঈশ্বরকে অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতে হবে।

জীবন বিকাশের ক্ষেত্রে রুশো এবং প্লেটোর দার্শনিক চিন্তা থেকে ফ্রয়েবেল অনেক দূরে সরে গেলেন। তাঁরা জীবনের যে বিভিন্ন স্তরের মাধ্যমে বিকাশের কথা বলেছিলেন ফ্রয়েবেল তার বিরোধিতা করলেন। তাঁর মতে, জীবনের স্তর বিচ্ছিন্নতার নিয়মে আবদ্ধ

নয়। সৃষ্টির বিকাশসাধনের একটি সুনির্দিষ্ট ধারা আছে। প্রতিটি স্তরের বিকাশ তার পূর্ব স্তরের সম্পূর্ণ বিকাশের উপর নির্ভরশীল। তাঁর মতে জীবজগৎ ও প্রকৃতিজগৎ এই ক্রমবিকাশের ধারা অনুসরণ করে চলছে। এই ক্রমবিকাশের প্রক্রিয়াকে তিনি মানুষের আন্তরিক সত্তার বহিঃপ্রকাশ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে, মানবশিশুর মধ্যে পূর্ণবয়স্ক মানুষের সব বৈশিষ্ট্য সুপ্ত অবস্থায় থাকে। উপযুক্ত পরিবেশের প্রভাবে তার উন্মেষ ঘটে। তাঁর এই জীবনদর্শন ও ঈশ্বর সম্পর্কিত ধারণা তাঁর শিক্ষাচিন্তাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে।

ফ্রয়েবেলের শিক্ষাদর্শ ও শিক্ষার লক্ষ্য (Froebel's Model Education and Aim of Education) :

ফ্রয়েবেল মনে করতেন শিক্ষা মানুষের জীবন এবং সমগ্র বিশ্বসত্তার সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। Froebel তাঁর বই "Education of Man"-এ বলেছেন, "In all things there lives and reigns an eternal law. This all controlling law is necessarily based on all allpervading energetic living, self-conscious and hence eternal unity. This unity is God." সব কিছুই এক শাশ্বত ঐক্যে বাঁধা। এই ঐক্য হল ঈশ্বর।

তাঁর মতে শিক্ষার লক্ষ্য হবে তিনটি—

প্রথমত, আধ্যাত্মিক একতা (Divine Unity)। সমস্ত বিশ্বজগৎ এক একক আধ্যাত্মিক শক্তির নিয়মাধীন। বিশ্বের জড় ও চেতনাময় জগতে সর্বত্র বিরাজ করছে ঐক্যের নিয়ম। বিশ্বজগতের মূল শক্তি হল এই ঐক্য তথা ঈশ্বর। মানুষের জীবনের চরম লক্ষ্য হল সেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ঐক্যকে উপলব্ধি করা। শিক্ষার লক্ষ্য হবে এই চরম সত্যকে, এই আধ্যাত্মিক ঐক্যকে নিজের আত্মার মধ্যে উপলব্ধি করায় শিশুকে সহায়তা করা।

দ্বিতীয়ত, উন্মেষ তত্ত্বে (Theory of unfoldment) এবং বিবর্তনবাদে বিশ্বাসী ফ্রয়েবেল মনে করতেন, শিশু সমস্ত গুণ নিয়ে জন্মায়। শিক্ষার লক্ষ্য হবে এইসব গুণের বা সম্ভাবনার উন্মেষণ। শিক্ষা বাইরে থেকে চাপানো কোনো শক্তি নয়, এটি আসবে অন্তর থেকে। শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে মানুষকে ওই অভিব্যক্তি প্রক্রিয়ার উপলব্ধিতে সহায়তা করা।

তৃতীয়ত, আত্মসক্রিয় তত্ত্বে বিশ্বাসী ফ্রয়েবেল মনে করতেন শিশুর অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশের জন্য বাইরের কোনো শক্তির প্রয়োজন হয় না। শিশু নিজেই স্বাভাবিকভাবে সক্রিয় হয়। তাই শিক্ষার লক্ষ্য হবে শিশুকে সক্রিয় হতে সাহায্য করার জন্য অনুকূল পরিবেশ রচনা করা।

ফ্রয়েবেল মনে করেন, শিক্ষা প্রক্রিয়ার প্রকৃতি হল বিকাশ, শিক্ষার লক্ষ্য হল বিকাশ। তিনি তাঁর শিক্ষাদর্শনে ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন।

শিক্ষা এক ধরনের বিকাশ যার দ্বারা ব্যক্তি উপলব্ধি করতে শেখে যে, সে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ঐক্যের একটি অংশ। শিক্ষা হল সেই বিকাশের প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ব্যক্তি প্রকৃতির রাজ্যে নিজের বিস্তৃতি ঘটায় ও মনুষ্যসমাজের সঙ্গে নিজের সত্তাকে একীভূত করে। তিনি ব্যক্তির বিকাশ ও সামাজিক বিকাশের সার্থক সমন্বয়সাধন করেছেন।

ফ্রয়েবেলের পাঠক্রম (Froebel's Curriculum) ঃ

পাঠক্রম নির্ধারণের ক্ষেত্রে ফ্রয়েবেল বস্তুধর্মী দৃষ্টিভঙ্গিকে গ্রহণ করেছিলেন। জীবনের চরম সত্যকে উপলব্ধি করার জন্য তিনি বিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাদানের কথা বলেছেন—

(i) ফ্রয়েবেল পেস্তালাৎসির মতো গণিত শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলেছেন, "Human intellect is as inseparable from mathematics as the human heart from religion." অর্থাৎ ধর্ম যেমন হৃদয়ের সঙ্গে যুক্ত গণিত তেমনি মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির সঙ্গে যুক্ত। গণিত মানুষের বৌদ্ধিক শক্তিকে বিকাশ করে বিশ্বজগতের ঐক্যের সূত্র খুঁজে বের করতে সহায়তা করবে।

(ii) ভাষা হল সাংকেতিক ভাব যার মাধ্যমে ব্যক্তি নিজেকে বিশ্বসত্তার সঙ্গে একীভূত করবে। তাই ভাষা শিক্ষার উপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। যেহেতু যোগাযোগ কথোপকথনের মাধ্যমে আসে তাই তিনি কথা বলার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

(iii) তিনি প্রকৃতি পরিচয়কে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে গ্রহণ করার কথা বলেছেন। পেস্তালাৎসি প্রকৃতি পরিচয়ের কথা বলেছিলেন, কেবলমাত্র বস্তুজগতের সঙ্গে শিশুকে পরিচিত করার জন্য। কিন্তু ফ্রয়েবেলের কাছে প্রকৃতি পরিচয়ের গুরুত্ব অনেক গভীর। তিনি বলেছেন প্রকৃতিজগৎ শিশুর কাছে এক বিরাট ঐক্যের সংকেত বহন করে নিয়ে আসে। এই সংকেতের দ্বারা উদ্‌বুদ্ধ হলে শিশু তার মানসিক জীবনে ঐক্য আনবে, আর নৈতিক জীবনের বিকাশ স্ব-ইচ্ছায় করবে—এই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য।

(iv) অঙ্কনকে তিনি পাঠের অন্তর্ভুক্ত করেছেন, কারণ—এর দ্বারা শিশুর জ্ঞানের প্রকাশ পায় এবং তার সৌন্দর্যবোধের বিকাশ ঘটে। তিনি বিশ্বাস করতেন, বিশ্বের ঐক্য উপলব্ধি করতে হলে সৌন্দর্যবোধের বিকাশ একান্তভাবে প্রয়োজন।

(v) মাটির সাহায্যে বিভিন্ন জিনিস গঠনের মধ্য দিয়ে শিশুর আত্মসক্রিয়তা চরিতার্থ হয়। বিভিন্ন বস্তুকে মাটির সাহায্যে রূপদানের মাধ্যমে সে সৃষ্টির আনন্দ লাভ করে, স্রষ্টাকে উপলব্ধি করতে শেখে।

(vi) ফ্রয়েবেল পাঠক্রমে কায়িক পরিশ্রমকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়েছেন। পেস্তালাৎসি জীবিকা অর্জনের জন্য কায়িক পরিশ্রমের কথা বলেছেন, কিন্তু ফ্রয়েবেল তাকে শিক্ষামূলক উপযোগিতার জন্য অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

(vii) ফ্রয়েবেল ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞানপাঠের মধ্যে অনুবন্ধ স্থাপনের কথা বলেছেন।

(viii) ফ্রয়েবেল গান, নাচ, খেলা ইত্যাদিকে পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলেছেন। এইসব কাজের মাধ্যমে শিশু স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিশ্বজগতের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে।

(ix) পাঠক্রমে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা অন্তর্ভুক্তির কথা বলেছেন। এগুলির মধ্য দিয়ে ঈশ্বর চেতনা জাগ্রত হবে। এইভাবে তিনি সমগ্র পাঠক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সামনে বিশ্বজগতের এক পরিপূর্ণ প্রতিচ্ছবি তুলে ধরার কথা বলেছেন।

শিক্ষণ পদ্ধতি (Teaching Method) ঃ

তাঁর শিক্ষাপদ্ধতি 'কিন্ডারগার্টেন' পদ্ধতি নামে পৃথিবী বিখ্যাত। তিনি 1837 সালে Blackenburg-এ শিশুশিক্ষার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। দু-বছর পরে এটির নামকরণ করা হয় 'Kindergarten'। উনবিংশ শতাব্দীর সেই অস্থির ও জটিল পরিস্থিতির মধ্যে ফ্রয়েবেল শিশুদের নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। তিনি অনুভব করেছিলেন যে সমগ্র পৃথিবীর পুনর্গঠনের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার সংস্কারের প্রয়োজন। ফ্রয়েবেলের Kindergarten এই উদ্দেশ্যেই গড়ে উঠেছিল।

Kindergarten কথার অর্থ হল শিশু উদ্যান। বিদ্যালয় হল একটি উদ্যানস্বরূপ। শিশুরা হল সেই উদ্যানের চারাগাছ এবং শিক্ষক হলেন তার মালী। শিক্ষার দ্বারা শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশের চেষ্টা করা হয়। ফ্রয়েবেলের মতে, শিক্ষা জোর করে বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া যায় না, শারীরিক শাস্তি ও শাসন ইত্যাদির স্থান শিক্ষাক্ষেত্রে গৌণ হওয়া উচিত। তিনি আরও বলেন, শিশু তার স্বাভাবিক অনুরাগ ও চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষা লাভ করবে। স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের মধ্য দিয়ে শিশুকে শিক্ষা দিতে হবে। শিশু স্বাভাবিকভাবেই সক্রিয়। এই সক্রিয়তাকে তিনি আত্মসক্রিয়তা বলেছেন। এই আত্মসক্রিয়তাকে তিনি শিক্ষণের মূল পদ্ধতি হিসাবে বিবেচনা করেছেন। আদর্শ শিক্ষণ পদ্ধতিতে শিশুর আত্মসক্রিয়তাকে কাজে লাগিয়ে পাঠদানের কাজ পরিচালনা করা হবে। শিশুর প্রথম আত্মসক্রিয়তা প্রকাশ পায় পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজন করতে গিয়ে এবং যে-কোনো শিখন পদ্ধতি তার এই স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ ও ক্রিয়াকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠবে। এটিই হল তাঁর পদ্ধতির তাত্ত্বিক ভিত্তি।

শিশুর এই আত্মসক্রিয়তা প্রকাশ পায় খেলার মাধ্যমে। তাঁর মতে খেলার মধ্য দিয়ে শিশু নিজেকে তার পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে চেষ্টা করে এবং তার মধ্য দিয়েই সে চিরশাশ্বত সত্য ঈশ্বরকে উপলব্ধি করতে পারে। তাঁর খেলা সম্পর্কিত এই ধারণাকে তিনি কিন্ডারগার্টেনে প্রয়োগ করেছিলেন।

রুশোর ন্যায় ফ্রয়েবেল কিন্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে প্রকৃতির সাহায্যে শিক্ষাদানের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "Nature reveals God to the child." অর্থাৎ প্রকৃতি শিশুকে ঈশ্বর উপলব্ধিতে সাহায্য করে।

তাঁর কিন্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে তিনি পেস্তালাৎসির মতো বস্তুভিত্তিক শিক্ষাপদ্ধতি এবং হাতের কাজের মাধ্যমে শিক্ষাদান পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। বস্তুগুলির নাম তিনি দিয়েছেন 'উপহার' এবং কাজগুলির নাম দিয়েছেন 'বৃত্তি'। এইসব বস্তুর মাধ্যমে ফ্রয়েবেল জগতের নিয়মাবলিকে সাংকেতিকভাবে শিশুর কাছে পরিবেশন করতে চেয়েছেন। এইগুলির মাধ্যমে শিশু বস্তুজগৎ সম্বন্ধে ধারণা পেয়ে থাকে। এগুলি শিশুকে অন্তর্দর্শনে সহায়তা করে। বিভিন্ন ধরনের জিনিস তৈরি, কাঠের কাজ, তাঁত বোনা, ছবি আঁকা ইত্যাদিকে তিনি বৃত্তি হিসাবে নির্বাচন করেছেন। এই ধরনের কাজের মাধ্যমে শিশু নিজেকে প্রকাশ করার সুযোগ পায়।

Froebel-এর Kindergarten সম্পর্কে Hughes বলেছেন—"His kindergarten or school was a little world where responsibility was shared by all, individual rights respected by all, brotherly sympathy developed by all and voluntary co-operation practiced by all." অর্থাৎ কিন্ডারগার্টেন হল ক্ষুদ্র বিশ্ব যেখানে সকলের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টিত হয়। সকলেই নিজ নিজ অধিকারকে মর্যাদা দেয়। ভ্রাতৃত্ববোধ বিকশিত হয় এবং স্ব-ইচ্ছায় সহযোগিতা অনুশীলিত হয়। Froebel-এর Kindergarten ছিল প্রকৃতপক্ষে ক্ষুদ্র এক সমাজ যেটি পরিচালিত হত জীবন এবং বাস্তবের মধ্যে সহযোগিতা এবং একতার দ্বারা। Froebel-এর শিক্ষণ পদ্ধতির আর একটি বৈশিষ্ট্য হল ছড়া ও গানের মাধ্যমে শিক্ষাদান। গানকে তিনি দু-ভাগে ভাগ করেছেন—মায়ের গান এবং খেলার গান। তিনি সাতটি মায়ের গান ও পঞ্চাশটি খেলার গানের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার কথা বলেছেন। গানের উপযোগিতার দিক থেকে তিনি তাদের চারটে শ্রেণিতে ভাগ করেছেন—

(i) ছোটো শিশুর জন্য রূপকথার গান। এর দ্বারা শিশুর কল্পনাশক্তিকে জাগ্রত করা যায়।

(ii) অপেক্ষাকৃত বড়োদের জন্য বিভিন্ন বস্তুর সঙ্গে পরিচিত করার জন্য গান।

(iii) চন্দ্র, সূর্য, তারা প্রভৃতি বিবরণ সংবলিত গান।

(iv) নৈতিক চরিত্র গঠনের উপযোগী উপদেশমূলক গান।

অর্থাৎ তাঁর শিক্ষণ পদ্ধতির মূল কথা হল শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত সক্রিয়তাকে কাজে লাগিয়ে শিক্ষাক্ষেত্রকে আনন্দময় করে তোলা।

ফ্রয়েবেলের ধারণায় উপহার ও হাতের কাজ (Gift and Occupation) ঃ

উপহার ঃ

শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রতীকের ব্যবহার ফ্রয়েবেলের শিক্ষার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তিনি মনে করতেন, প্রকৃতির সমস্ত দ্রব্য ও ঘটনার মধ্যে সর্বব্যাপী ঈশ্বরের স্পর্শ আছে। শিশুর মনও এই ঐশী শক্তির কথা অবগত আছে। জাগতিক সমস্ত দ্রব্যই ঈশ্বরের এক একটি বাণী বহন করে আনছে। কিন্তু সেগুলি বুঝতে হলে শিশুকে বিশেষভাবে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। এই শিক্ষার জন্য ফ্রয়েবেল বিশেষ দুটি ধারণার কথা উল্লেখ করেছেন। এই দুটি ধারণা হল উপহার ও হাতের কাজ যা ফ্রয়েবেলের শিক্ষাচিন্তায় একটি অন্য মাত্রা দিয়েছে।

তিনি শিশুর মানসিক বিকাশের স্তরঅনুযায়ী ও জগতের মৌলিক নিয়মগুলির প্রতীক হিসেবে 6টি উপহার ও বহুসংখ্যক শিশুর স্বাভাবিক আগ্রহ আকর্ষণকারী হাতের কাজ আবিষ্কার করেছেন। এই উপহার ও হাতের কাজ নীচে আলোচনা করা হল—

❐ **১ম উপহার** হচ্ছে, 2টি নানা রঙের উলের গোলা বা বল। গোলক হচ্ছে ঐক্য ও সুখ সামঞ্জস্যের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। তাই গোলক হল ঈশ্বরের প্রতীক। বল হচ্ছে সর্বদেশে সর্বকালে শিশুর সর্বাধিক প্রিয় খেলনা। তাই বলের মধ্য দিয়ে গোলক তথা ঈশ্বরকে বোঝা ও বিশ্বের ঐক্যের নিয়ম বোঝা অত্যন্ত সহজ হয়।

❐ **২য় উপহার** হল, কাঠের তৈরি গোলক, কিউব ও সিলিন্ডার। এখানে শিশু তার পূর্ব পরিচিত গোলকের সঙ্গে তুলনা করে নতুন দুটি আকারের পার্থক্য ও সাদৃশ্য বুঝতে পারে। বল গড়ায়, কিউব স্থিতিশীল। বলের একটি মাত্র তল ও কিউবের তল 6টি। কিন্তু দুটির মধ্যে সাদৃশ্যও আছে। যেমন—উভয়ই solid বা ঘনত্বগুণ সম্পন্ন। cylinder হল বল ও কিউবের সমন্বয়। বল ও কিউবের মধ্যে যে বৈসাদৃশ্য তার সমন্বয়ের ফলই cylinder। এই দুটি বিপরীত বস্তুর মধ্যে যে সমন্বয় করা যায় তা ঈশ্বরেরই সৃষ্টি রহস্য এই বোধ জন্মে।

❐ **৩য় উপহার** হচ্ছে, একটি কাঠের ঘনককে 8টি সমান ছোটো ঘনকে খণ্ডিত করা। এগুলির সাহায্যে চেয়ার, সিংহাসন, দরজা, সিড়ি তৈরি করা যায়। এর মধ্য দিয়েই ফ্রয়েবেল বোঝাতে চেয়েছেন যে সমস্ত কিছুর মূল উৎস হল এক অর্থাৎ ঈশ্বর। এই এক থেকেই নানা বস্তুর সৃষ্টি হতে পারে।

উপরোক্ত 3টি উপহারের ক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে ঘন বস্তুর নানান রূপ, শ্রেণি ও পরস্পরের সম্পর্ক শিশুর মনে জন্মাতে সাহায্য করে। এর থেকেই জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতির নানা

রূপ গঠনে শিশু উৎসাহিত হয়। ফ্রয়েবেল পরবর্তীকালে তল বা surface, রেখা বা line ও বিন্দু বা point ধারণা জন্মানোর সহায়ক আরও 3টি উপহার আবিষ্কার করেছেন।

হাতের কাজ ঃ

ফ্রয়েবেল হাতের কাজ বলতে বুঝিয়েছেন কাদা, কালি, কাঠ, কাঠের গুঁড়ো দিয়ে নানা জিনিস গড়ে তোলা। এর মধ্য দিয়ে ঘনবস্তুর সঙ্গে শিশুর নিবিড় পরিচয় গড়ে ওঠে। আবার কাগজের কাজ, মাদুর বোনা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে শিশুর উদ্ভাবনী শক্তির প্রকাশ ঘটে। হস্ত সঞ্চালনের দক্ষতা বাড়ে। নতুন বস্তু সৃষ্টির মধ্য দিয়ে সে আনন্দ উপলব্ধি করে ও নিজের শক্তি সম্পর্কে সচেতন হয়। পাশাপাশি সকলের সাঙ্গে মিলেমিশে কাজ করার শিক্ষাও গ্রহণ করে। কিন্ডারগার্টেন শিক্ষাপদ্ধতিতে হাতের কাজগুলির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতিতেও এই হাতের কাজগুলির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে।

ফ্রয়েবেলের শিশুশিক্ষা বা কিন্ডারগার্টেন পদ্ধতির এই উপহার ও হাতের কাজের ধারণা নানাভাবে সমালোচিত হয়েছে। যেসব উপহার ফ্রয়েবেল উল্লেখ করেছেন তার পশ্চাতে কোনো যুক্তি বা নীতির প্রমাণ পাওয়া যায় না। এইগুলি ফ্রয়েবেলের বিশেষ দার্শনিক চিন্তারই ফল। তাছাড়া এগুলি সকলের বা সব দেশের উপযোগীও নয়। বর্তমানে কিন্ডারগার্টেনে এগুলি প্রায় অচল।

ফ্রয়েবেলের হাতের কাজ সম্পর্কে ধারণা উপহারের থেকে অনেক পরিণত। সহজভাবে শিশুর বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গুলি অনুশীলনের ব্যবস্থা মনোবিজ্ঞান সম্মত। তাই কিছু ত্রুটি সত্ত্বেও শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে ফ্রয়েবেলের উপহার ও কাজের ধারণা শিশুশিক্ষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান।

শিক্ষায় ফ্রয়েবেলের অবদান (Contribution of Froebel on Education) ঃ

ফ্রয়েবেলের শিক্ষা আধুনিক ভাবধারার প্রতীক। আধুনিক শিশুশিক্ষার প্রায় সব বৈশিষ্ট্য তাঁর শিক্ষাব্যবস্থায় বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে ফ্রয়েবেলের বিশেষ অবদানগুলি হল—

(i) ফ্রয়েবেলের Kindergarten যে তাঁর জীবনদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে অবলুপ্ত হয় তা নয়, তাঁর এই প্রতিষ্ঠান পরবর্তীকালে পৃথিবীর সমগ্র দেশে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়। ক্রমশই England, America, France প্রভৃতি দেশে এই বিদ্যালয়ের অনুকরণে শিশুদের জন্য একাধিক বিদ্যালয় গড়ে ওঠে।

(ii) রুশোর চিন্তাধারার সঙ্গে ফ্রয়েবেলের অনেক মিল দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু রুশোর মতবাদকে ফ্রয়েবেল সম্পূর্ণভাবে মেনে নেননি। তিনি রুশোর মতো সমাজ বর্জনের পক্ষপাতী ছিলেন না। শিশুর স্বাভাবিক বিকাশের জন্য তিনি

সমাজ পরিবেশের গুরুত্বের কথা উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তিনি তাঁর বিদ্যালয়কে সমাজজীবনের প্রতিচ্ছবি হিসাবে গড়ে তোলার কথা বলেছিলেন। শিক্ষালয় সম্পর্কে তাঁর এই ধারণা আধুনিক জীবনে বিশেষভাবে সমাদৃত।

(iii) ফ্রয়েবেল বলেছেন, শিক্ষকের কাজ শিক্ষার্থীর উপর কিছু জ্ঞানের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া নয়। তার আত্মসক্রিয়তা অনুযায়ী তাকে নির্দিষ্ট পথে পরিচালনা করা তাঁর কাজ। তিনি যথাযোগ্য সুযোগ দিয়ে শিক্ষার্থীকে তার স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ অনুযায়ী বিশ্বের ঐক্য উপলব্ধির মাধ্যমে আত্মবিকাশে সহায়তা করবেন। তার স্বতঃস্ফূর্ত সক্রিয়তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে তার থেকে ভালো ফল পাওয়া যাবে না।

(iv) পেস্তালাৎসির মনোবিদ্যাভিত্তিক শিক্ষার মধ্যে যে ত্রুটি ছিল, ফ্রয়েবেল তাকে দূর করেছেন। তিনি শিশুর সক্রিয়তাকে শিক্ষার পদ্ধতি হিসাবে গ্রহণ করে শিক্ষাক্ষেত্রে সার্থকভাবে মনোবিদ্যার প্রয়োগ করেছেন। ফ্রয়েবেল শিশুর শিক্ষা তার স্বতঃস্ফূর্ত কর্ম থেকে সৃষ্টি হবার কথা বলেছেন। তিনি শিশুর কর্ম নির্বাচনে অবাধ স্বাধীনতা দান করেছেন। শিশু তার মনোধর্ম অনুযায়ী শিক্ষাগ্রহণ করবে এটাই তাঁর শিক্ষণ পদ্ধতির মূল কথা। তিনি শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বকে মর্যাদা দান করেছেন। তিনি সর্বপ্রথম শিক্ষাকে খেলাভিত্তিক করার কথা বলেছেন। তাঁর বৃত্তিগুলির মাধ্যমে তিনি কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার প্রবর্তন করেছেন।

ফ্রয়েবেলের শিক্ষানীতির সমালোচনা (Criticism of Froebel's Model Education) ঃ

ফ্রয়েবেলের শিক্ষানীতির বহু ইতিবাচক দিকের সঙ্গে কিছু নেতিবাচক দিকেরও উল্লেখ করা যায়।

(1) শিশুশিক্ষার্থীদের কথা চিন্তা করেই ফ্রয়েবেল তাঁর শিক্ষাপদ্ধতি রূপ দেন। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি কার্যকারী নয়।

(2) ফ্রয়েবেল তাঁর শিক্ষাপদ্ধতির প্রসঙ্গে যে প্রতীকের কথা বলেছেন তা দুর্বোধ্য। শিশুর শিক্ষার ক্ষেত্রে এর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা কঠিন কাজ। শিশুরা সহজে এইসব বিমূর্ত ধারণা আয়ত্ত করতে সক্ষম নয়।

(3) উন্মেষণ তত্ত্বে ফ্রয়েবেল ব্যক্তিসত্তার বিকাশে বংশধারার উপরে অত্যধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। পরিবেশের ভূমিকার উল্লেখ করেননি।

(4) ফ্রয়েবেল তাঁর কিন্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে যে 'উপহারের' কথাগুলি উল্লেখ করেছেন তা কোনো যুক্তির ভিত্তিতে হয়নি। এইগুলির পটভূমি হল ফ্রয়েবেলের দর্শন-বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য।